ভোরের কাগজ ঢাকা ■ রবিবার ■ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে গতকাল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ আয়োজিত শান্তি র‍্যালি –বিজ্ঞপ্তি

এনএসইউতে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপন

সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে শান্তি এখন সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ

North South University Library ★1992★

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ছাত্র সমন্বয়কারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাহমিদ আল মুদাসসীর চৌধুরী পূর্ববর্তী শাসনামলে আইন, নির্বাহী, এবং বিচার বিভাগীয় শাখার মধ্যে যে প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় হয়, তা রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনের প্রতি আস্থা পুনর্গঠন করা জরুরি। তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, রাজনৈতিক উত্তরণ এবং সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপের অভাব রয়েছে। সরকারি পরিবর্তনের জন্য স্বচ্ছ পথ প্রতিষ্ঠা করা স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের (এসআইপিজি) সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ (সিপিএস) আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৪' উদযাপন করে ছাত্রদের একটি গোলটেবিল আলোচনায় তাহমিদ আল মুদাসসীর চৌধুরী এসব কথা বলেন। এ বছরের জাতিসংঘের থিম 'শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

জুলাই বিপ্লবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া সাংস্কৃতিক কর্মী প্রাপ্তি তাপসী তার বক্তৃতায় বলেন, যদিও 'শান্তি' একটি বিস্তৃত শব্দ, তবে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এর সংজ্ঞা এবং গ্রহণযোগ্যতা পরিস্থিতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই সর্বজনবিদিত শান্তি গড়ে তোলার জন্য এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে স্বীকার করা প্রয়োজন। তার বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে সত্যিকারের নিরপেক্ষ নির্বাচনের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তার মতে এ লড়াই ছিল কোনো নির্দিষ্ট দলের পুনর্বাসনের জন্য নয়, বরং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

শান্তি অর্জনের জন্য আন্তঃবিষয়ক দ্বন্দ্বের মোকাবিলায় গুরুত্ব দিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিয়া জান্নাত অনন্যা বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা সবকিছুর উপরে। আমরা যদি আসলেই মানুষ হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কী ভুল হচ্ছে যার কারণে আমরা মানসিকভাবে হিংস্র হয়ে উঠছি? তিনি সংস্কারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মতো প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া আধিপত্যের মোকাবিলা এবং দেশের সামগ্রিক পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

গোলটেবিল আয়োজনের মডারেটর এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার মিস. পারিসা শাকুর প্রথমেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি তার সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সংঘাতপূর্ণ এই বিশ্বে শান্তি এখন সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এছাড়া নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এবং অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচক ড. এম জসীম উদ্দিন গবেষণা, সংলাপ এবং সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শান্তি এবং কূটনীতি প্রচারে সিপিএসের ভূমিকা তুলে ধরেন।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী আসিফ আদনান বলেন, স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের নীলনকশা ও বাস্তবায়নের সময় আমাদের অবশ্যই সাধারণ মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যারা আমাদের আন্দোলনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। এ প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল জুলাই বিপ্লবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়া।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হান্নান চৌধুরী। তিনি এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিপিএস এবং এসআইপিজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শান্তি অর্জনের জন্য আমাদের পূর্ব নির্ধারিত তর্ক-বিতর্কের বাইরে গিয়ে আমরা সমাজে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছি তা ভেঙে ফেলতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম এই দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলার যে আগ্রহ দেখিয়েছে তা আমাদের জাতির জন্য একটি সত্যিকারের বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এই গোলটেবিল আলোচনার করার পাশাপাশি সিপিএস একটি দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যার মধ্যে একটি শান্তি র‍্যালি, পায়রা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। শান্তির সর্বজনীন প্রতীক পায়রার প্রতীকী মুক্তি, সংঘাতমুক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ওপর জোর দেয়। উপাচার্যের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ রক্ষায় এনএসইউ এর প্রতিশ্রুতিকে আরো করেছে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিশ্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মকর্তারা এই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি, স্থায়িত্ব এবং কূটনীতির প্রতি তাদের আস্থা ব্যক্ত করেছেন। শান্তি দিবস আয়োজনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনার সমন্বয়ক ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সিপিএসের সমন্বয়ক ড. আব্দুল ওহাব। বিজ্ঞপ্তি